সঙ্গীতের ঠিকুজী কোষ্ঠী

[অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী, এম, এ, বিদ্যারত্ন, সাংখ্যভূষণ]

রবিঠাকুর বলেছেন—মানুষ যখন চিন্তা ক'র্‌তে পা'র্‌তনা, চীৎকার ক'র্‌ত ; সেই থেকেই হ'য়েছে সঙ্গীতের উৎপত্তি। কথাটার কিছু সত্য। চীৎকার হ'তে যে সঙ্গীতের উৎপত্তি তা' আমি অস্বীকার করি না। তবে শুধু উৎপত্তি বল্‌লে ভুল হবে। উৎপত্তি, আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, বিকাশ, পরিণতি, অপবর্গ সবই চীৎকার হ'তে। কিন্তু ঐ যে একটা Subordinate clause 'মানুষ যখন চিন্তা কর্‌তে পার্‌ত না', এটা কিন্তু ঠিক নয়। 'পার্‌ত না' ত' দূরের কথা, যখন খু-উ-ব বেশী ক'রে পারবে, এমন কি যখন মানুষই থাক্‌বে না, থাক্‌বে শুধু চিন্তা, তখনো চীৎকার হবে সঙ্গীত। কিন্তু এখানে একটা কথা উঠ্‌তে পারে মানুষ যদি না থাকে ত' চীৎকার ক'র্‌বে কে ? চিন্তা জিনিষটা abstract, তা'র দ্বারা ত' চীৎকার সম্ভব নয়। এর উত্তর অতি সহজ।

মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান. পশ্চিম দেশের এমন দু'দশজন বিজ্ঞানবিশারদ ঠিক ক'রেছেন—কালে Evolution এর ফলে মানুষের আর আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো ছোট, ছোটতর, ছোটতম হ'য়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে, মাথাটী গুরু, গরীয়ান্, গরীষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌বে। এ যদি সম্ভব হয়, ত' কল্পনা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে এমন দিন আস্‌বে যে দিন মানুষের থাক্‌বে শুদ্ধু একটী মুণ্ডু, আরব্যউপন্যাসের 'রক' পাখীর ডিমের মতন বা হাজার গুণ magnified ফুট্‌বলের মতন। তার নাক থাক্‌বে না, কান

থাক্‌বেনা, চোক থাক্‌বে না, শুদ্ধু একটী গোলক। হাড় গুলোর অস্তিত্ব লোপ পাবে, খুলিটা উড়ে যাবে, কেবল একটা অতিসূক্ষ্ম আবরণে ঢাকা লক্ষ লক্ষ Lobule, কোটী কোটী Convolutionএ পূর্ণ একটী Cerebrum. তা'র স্বরূপ হবে চিন্ময়, নড়ন চড়নহীন অজড়। খাওয়া, ঘুমানো, পায়খানা যাওয়ার বালাই থাক্‌বে না। কেবল চিন্তা—চিন্তা চিন্তা। সকলেই জানেন Brain একটা Battery, চিন্তা Energy. কিছুদিন পরে Brain-Batteryর অবিচ্ছিন্ন activity জনিত Frictional Heatএ দুরন্ত expansionএর ফলে আবরণটী যাবে ফেটে। তা হ'লে থা'ক্‌ল শুধু আধ Concrete আধ abstract মস্তিষ্কটী। দিন কতকের মধ্যেই ব্রহ্মের মায়ামুক্তির মতন চিন্তা Cerebrum হ'তে মুক্তি লাভ কর্‌বে। তখন চিন্তার আর individuality থাক্‌বে না। সমষ্টি গতভাবে সে হয়ে যাবে একাকার। তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে মানুষ গেল উড়ে, থাক্‌ল শুধু চিন্তা অর্থাৎ চিৎ। এই চিৎ থেকেই হবে চিৎকার ('চ'ত্র ই, ঈ দুইই ব্যাকরণ সঙ্গত)। অতএব মানুষ না থাক্‌লেও চিন্তা সম্ভব এবং চিন্তা abstract হ'লেও তা'রপক্ষে চিৎকার সম্ভব।

এই যে চিৎকার এর দুটো রূপ—সবানী আর অবানী। চিৎকারে যখন কথা থাকেনা, থাকে শুধু গোঙানি, তখন সে রাগ বা রাগিণী। এরা অনন্ত, চালিয়ে যে'তে পা'র্‌লেই হ'ল, শেষ হবার আশা নাই। সভ্যতার আদিতম যুগে অর্থাৎ Darwinএর মতে বা-নর যখন ন্যাজটী ফে'লে নর-এ বিবর্ত্তিত হয়েছে, সে সময় মানুষ যে চীৎকার ক'র্‌ত, তা'র মধ্যে কোনো art ছিল না। এই সৌন্দর্য্য এবং মাধুর্য্য বর্জ্জিত বিকট ভীষণ কোলাহল থে'কে জে'গেছিল ভৈরব। ভৈরবের চলিত নাম ভয়রো। 'রো'

রবের অপভ্রংশ। 'ব'=উ+অ। কাজেই 'রব'=র+উ+অ। মনে করুন 'অ'টী উড়ে গেল। তাহ'লে থাক্‌ল র+উ। এইবার সন্ধি করুন—রো। চন্দ্রবিন্দুটী অহেতুক ; যেমন অক্ষি থে'কে আঁখি, অস্থি থেকে আঁঠি, কক্ষ থে'কে কাঁখ, যশোরে আবার হস্তী থে'কে হাঁতী, সর্প থেকে সাঁপ। অথবা ৺টী পলাতক 'অ'র পদচিহ্ন, c/f. "শুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো"। তাহ'লে ভয়রোঁ=ভয়+রোঁ অর্থাৎ ভয়ানক রব। ভয়রোঁ আলাপ ক'রতে হয় আবার ভোরে। এই আধ আলো আধ আঁধার মাখা সময়টী ও মানব সভ্যতার আদিতম যুগের Symbol. প্রথম রাগটী বামন অবতারের মতন অপরিণত, কাজেই একটানা একঘেয়ে।

মানুষ তখন বনে জঙ্গলে বাস ক'রত। জীবনটায় একটু বিচিত্রতা আন্‌বার জন্যে সখ হ'ল গাছের ডালে ব'সে দোলন খে'তে। দোলন খাওয়াজনিত আনন্দ হ'তে সহজেই যে চীৎকার ফুটে উঠ্‌ল, তা'র মধ্যেও জাগ্‌ল একটা দোলনিমা এই দোদুল চীৎকার থে'কে হ'ল হিন্দোল।

এই ঢেউখেলান' সুরের আনন্দরসে বুকটা তা'র উঠ্‌ল নেচে। সঙ্গে সঙ্গে পা'দুটোও উঠ্‌ল তিড়িং ক'রে। আরম্ভ হ'ল নাচন। নাচনের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে গলাটীও পুতুলনাচ সুরু ক'রে দিলে। এই বিচিত্র নৃত্যপরায়ণ অভিনব চীৎকার ভঙ্গীর নাম **নটনারায়ণ**।

তারপর বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যখন চেতনার দিক্ দিয়ে নিবিড় হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন সে লক্ষ্য ক'র্‌লে ঋতুবিশেষে প্রাণটা যেন শিউরে ওঠে ; তখন চেঁচাতে গেলে গলাটাও কদমফুলের মতন কণ্টকিত হ'য়ে পড়ে। চীৎকারের এই শজারু মার্কা নবতর রূপটীর নাম **বসন্ত**।

তার পর সম্ভবতঃ একদিন কোনো মানুষ পথ চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে তৃষিত হয়ে উঠ্‌ল এবং জলের অভাবে খে'লে সিদ্ধিপাতার রস (অবশ্য না জেনে)। একটু পরেই তা'র মনে হ'ল যেন তা'র চোখের সাম্‌নে থে'কে একটা পর্দ্দা ঝাঁ ক'রে স'রে গেল, সাম্‌নে দাঁড়াল দুনিয়ার এমন একটা রূপ যেটা ফুট্‌ফুটে গোলাপী। এই স্বপ্নরঙীন রূপটীকে দেখে সে সিদ্ধ কচুর মতন মোলায়েম গলায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ল আনন্দের আতিশয্যে। ঐ মোলায়েম চীৎকার, তা'তে একটু আবেশ, একটু আলস, একটু লীলাবিলাস, একটু জড়িমা। চীৎকারের এই সুঠাম সুন্দর রূপটীর নাম শ্রী।

তা'র পর ভৈরবের গৌরব, হিন্দোলের দোলনিমা, নটনারায়ণের লাস্যলীলা, বসন্তের Ague-নিন্দিত শিহরণ, শ্রীর গোলাপী আবেশ—এই পাঁচে মিলে যে তিলোত্তমের ('তমা'র নয়) জন্ম হ'ল, তা'র নাম পঞ্চম—পঞ্চভির্মীয়তে যঃ সঃ।

এঁরা হ'লেন রাগ।

Adam এর Rib থে'কে একটী মাত্র Eve এর জন্ম হ'য়েছিল; কিন্তু আমাদের আর্য্যহিন্দুদের এক একটী রাগের সম্ভবতঃ হাঁচি হ'তে (মনে করুন—"ক্ষুবতশ্চ মণোরিক্ষাকুঃ পুত্রো জজ্ঞে"—বিষ্ণুপুরাণ, বড় authority !) ছয় ছয়টী রাগিণী-পত্নীর জন্ম। অহো ! হিন্দুধর্ম্ম কী-ী উর্ব্বর ! এই সব কারণেই হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সেরা, সনাতন; অন্ততঃ খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মের চেয়ে ছ'গুণ বড়।

রাগিণীর কথা আমি বিশেষ কিছু ব'ল্‌তে চাই না; কারণ, "যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতম্", তথা একেন রাগতত্ত্বেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং রাগিণীতত্ত্বং automatically বিজ্ঞাতম্।